বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

প্রকাশকালঃ নভেম্বের, ২০১৫

প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, রাজশাহী।

নির্দেশনায়ঃ জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন শাহ্,
পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), বারেগপ্রই, রাজশাহী।

সম্পাদনায়ঃ

ড. মোহাঃ সাইদুর রহমান
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
মোহাঃ মুনসুর আলী
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
কামনাশীষ দাস
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
ফারুক আহমেদ
গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
রুমানা ফেরদৌস বিন্ত-এ-রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
মোঃ আফতাব উদ্দীন
গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
মোঃ আব্দুল আলিম
গবেষণা কর্মকর্তা, বারেগপ্রই, রাজশাহী।
মোঃ কামরুল ইসলাম
সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান, বারেগপ্রই, রাজশাহী।

স্বত্বঃ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বারেগপ্রই), রাজশাহী।

মোঃ জামাল উদ্দীন শাহ
যুগ্ম সচিব
পরিচালক

মুখবন্ধ

দেশে রেশম শিল্পের বিকাশ, উন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে শুরু করে অত্র প্রতিষ্ঠানটি তার সীমিত সম্পদ ও স্বল্প জনবলকে কাজে লাগিয়ে রেশম সেক্টরে বিভিন্নমূখী প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রেখেছে এবং এ পর্যন্ত দেশে রেশম সেক্টরে কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তুঁতপাতার উৎপাদন বছরে হেক্টর প্রতি ১২-১৮ মেঃটন হতে ৪০-৪৭ মেঃটনে এবং রেশম গুটির উৎপাদন প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে ২০-২৫ কেজি হতে ৬০-৭০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব করা হয়েছে।

গবেষণা একটি চলমান কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হচ্ছে দেশে রেশম শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে উত্তর উত্তর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সময় উপযোগী উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি উচ্চফলনশীল উন্নত তুঁতজাত উদ্ভাবনের ফলে তুঁতপাতার উৎপাদন বছরে হেক্টর প্রতি ৩৭-৪০ এর স্থলে ৪০-৪৭ মেঃ টনে এবং উন্নত রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের ফলে রেশম গুটির উৎপাদন ১০০ রোগমুক্ত ডিমে ৬০-৭০ কেজি এর স্থলে ৭০-৭৫ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। রেশমগুটি শুকানো ও উন্নত রিলিং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে গুনগত মানসম্পন্ন রেশম সুতা কাটাই করা সম্ভব হচ্ছে। উন্নত তুঁতজাত, রেশমকীটের জাত ও রিলিং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে রেশম সুতার রেনডিটা ১৮-২০ এর স্থলে ১০-১২’ তে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁত ও রেশমকীটের জাত নির্বাচনের ফলে পাহাড়ী এলাকায় রেশমচাষ সম্প্রসারণের গতি সঞ্চারিত হয়েছে । তুঁতচাষে সাথী ফসল চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে জমির বহুমূখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি চাষীদের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠানটি রেশম সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করেছে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে ব্যবহারের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

দেশে রেশম শিল্পের ক্রমবিকাশে আশার আলো হচ্ছে বর্তমান সরকার দেশে রেশম শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২-১০-২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় প্রদর্শনকালীন সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তুঁতগাছের উন্নয়ন এবং তুঁতচাষের উন্নত প্রযুক্তি বের করতে হবে” মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয় এবং বিজ্ঞানীগণের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে **তুঁত ও রেশমকীট জাতের উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর** নামক একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ কর্মসূচীটি বাস্তবায়িত হলে দেশে রেশম সেক্টরের উন্নয়নে সহায়ক ভুমিকা রাখবে।

শত কর্মব্যাস্ততার মাঝেও সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্যের শ্রম ও মেধার প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিবেদনটি প্রনয়ন ও প্রকাশের জন্য যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ।

আমি আশা করি বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট- এর প্রকাশিত এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি রেশম শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে এবং রেশম শিল্পের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

সম্পাদনা পরিষদ

ড. মোহাঃ সাইদুর রহমান
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

মোহাঃ মুনসুর আলী
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

কামনাশীষ দাস
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা,
আরেগকে, রাঙ্গামাটি।

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

ফারুক আহমেদ
গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

রুমানা ফেরদৌস বিন্ত-এ-রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

মোঃ আফতাব উদ্দীন
গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

মোঃ আব্দুল আলিম
গবেষণা কর্মকর্তা,
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

মোঃ কামরুল ইসলাম
সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান
বারেগপ্রই, রাজশাহী।

সূচীপত্র

১. বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, (বিএসআরটিআই) পরিচিতিঃ

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট দেশে রেশম সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি ৩ জানুয়ারী ১৯৬২ সালে সিল্ক কাম ল্যাক রিসার্চ ইন্সটিটিউট এবং সিল্ক টেকনোলজীক্যাল ইন্সটিটিউট নামে শিল্প অধিদপ্তরের অধীনে রাজশাহী শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ইন্সটিটিউটকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার অধীনে নেয়া হলে ১৯৭৪ সালে ইন্সটিটিউট দুটিকে একীভূত করে সিল্ক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট নামকরণ করা হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হলে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের আওতাধীনে আসে এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বিএসআরটিআই) নামে পুন: নামকরণ করা হয়। ২০০৩ সালে ২৫ নং আইন বলে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটকে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড থেকে পৃথক করা হয়। ২০১৩ সালে ১৩ নং আইন বলে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন কে একীভুত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ রিসার্চ কাউন্সিল আইন, ২০১২ মোতাবেক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় National Agriculture Research System (NARS)- এর সদস্যভূক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর ৫টি শাখা রয়েছে যথা: তুঁতচাষ, রেশমকীট, সেরি-রসায়ন, সেরি-রোগতত্ব, রেশম প্রযুক্তি শাখা ও একটি প্রশিক্ষণ শাখা রয়েছে।

এছাড়াও বারেগপ্রই- এর নিয়ন্ত্রণাধীন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার চন্দ্রঘোণায় একটি আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে) এবং পঞ্চগড় জেলার সাকোয়ায় একটি জার্মপ্লাজম মেইনটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি) নামক ২ টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে।

১.১ জনবল:

ধরণ	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
১ম শ্রেণী	৩৮	১৩	২৫
২য় শ্রেণী	২৪	১০	১৪
৩য় শ্রেণী	৪৮	৩৩	১৫
৪র্থ শ্রেণী	১৭	১৩	০৪
সর্বমোট =	**১২৭**	**৬৯**	**৫৮**

১.২ রূপকল্প (Vision):

রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গতিশীল গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission):

লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে রেশম শিল্পকে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীতকরণ।

১.৪ উদ্দেশ্যঃ

- দেশের আবহাওয়া উপযোগী রেশমচাষের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর।
- রেশমচাষে নিয়োজিত সরকারী/বেসরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে দেশে দারিদ্র হ্রাসকরণসহ রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান।

১.৫ বারেগপ্রই এর কার্যক্রমঃ

- তুঁতের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- উচ্চ ফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
- প্রতিকুলতা সহিষ্ণু (খরা, জলাবদ্ধতা, লবনাক্ততা ইত্যাদি) তুঁতজাত উদ্ভাবন।
- তুঁতচাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন।
- তুঁত গাছের রোগবালাই ও কীটশত্রু দমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- তুঁতচাষের জন্য মাটি বিশেস্লষন ও সংশোধন।
- উন্নত তুঁতজাত নির্বাচনে পাতার গুনগত মান পরীক্ষণ ও তুঁতপাতার গুনগত মান উন্নয়ন।
- রেশম উপজাতের বানিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কীত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- আবহাওয়া সহিষ্ণু,উচ্চফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধ সম্পন্ন উন্নত বহুচক্রী ও দ্বিচক্রী জাত উদ্ভাবন।
- উন্নত পলুপালন ঘর,পলুপালন সামগ্রী ও পলুপালন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- গুনগত মানের রেশমকীটের ডিম উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

রেশমকীটের বানিজ্যিক ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যে P-1 নার্সারীতে দ্বিচক্রী জাতের ডিম বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের চাহিদা সাপেক্ষে সরবরাহকরণ।

- রেশমকীটের রোগবালাই ও কীটশত্রুম্ন দমনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের বিশোধক ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- রেশমগুটি শুকানো, পরিবহণ, সংরক্ষণ, রেশমগুটি সিদ্ধকরণ ও রিলিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- মানসম্পন্ন রেশমসুতা আহরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের উন্নত রিলিং প্রযুক্তি এবং পোষ্ট কোকুন সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি উন্নয়ন ও উদ্ভাবন।
- স্বল্পব্যয়ে রেশম সুতা পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- নষ্ট রেশমগুটি ও রিলিং উপজাত হতে স্পান সুতা কাটাইয়ের উন্নত প্রযুক্তিও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন।
- রেশম ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিসিং এর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ।
- দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- লাইব্রেরিতে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের বই, সাময়িকী, জার্নাল, লিফলেট,পত্রিকা সংগ্রহ সংরক্ষন ও প্রকাশনা।

২. মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উর্ধবতন কর্মকর্তাগণের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

২.১ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড পরিদর্শন

গত ৮ জুলাই ২০১৪ তারিখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় সভা করেন।

২.২ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট পরিদর্শন

গত ১৯ আগস্ট ২০১৪ তারিখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন।

২.৩ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড পরিদর্শনঃ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড পরিদর্শন।

২.৩ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট পরিদর্শনঃ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট পরিদর্শন।

২.৪ পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর ইন্সটিটিউট পরিদর্শন

গত ২৬ মে ২০১৫ তারিখ জনাব মোঃ নিয়াজুল হক, পরিচালক (যুগ্ম সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন ।

৩. অত্র প্রতিষ্ঠানের উত্তম চর্চা সমূহঃ

৩.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাসত্মবায়নঃ

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের গুনগত ও পরিমানগত মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর আওতায় আনা হয়েছে। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পরিচালক,বিএসআরটিআই এবং সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মহোদয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৩.২ কর্মকালীন প্রশিক্ষণ আয়োজনঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিজেদের সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

৩.৩ প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধিঃ

বাল্যবিবাহ , যৌতুক, নারী নির্যাতন এবং আবহাওয়া ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এসব বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.৪ মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে সেবা প্রদানঃ

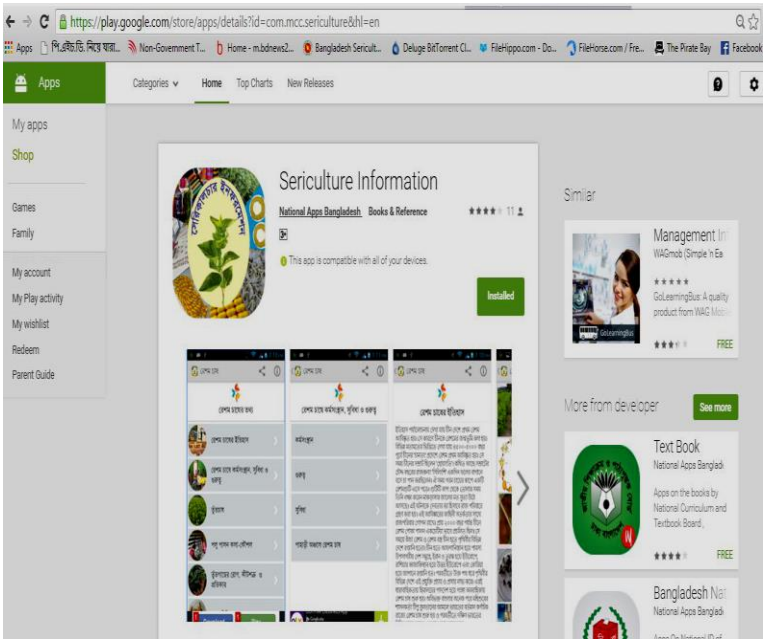

অত্র প্রতিষ্ঠানের ‘‘সেরিকালচার ইনফরমেশন’’ নামে একটি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন তৈরী করা হয়েছে। এই মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনে বাংলা ভাষায় রেশম চাষ সম্পর্কীত সকল তথ্য ছবিসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে রেশমচাষ, তুঁত ও রেশমকীটের জাত পরিচিতি, তুঁতচাষ ও পলুপালন কলাকৌশল, তুঁত ও রেশমকীটের রোগবালাই দমন ও প্রতিকার, রেশমগুটি প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কীত সেবা মোবাইলের মাধ্যমে সহজে পাওয়া যাচ্ছে।গুগল প্লেস্টোর হতে এটি ডাউনলোড করে এন্ড্রোয়েড ফোনে ব্যাবহার করা যাবে।

৩.৫ ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালুকরণঃ

গত ০৭/০১/২০১৫ তারিখে অত্র ইন্সটিটিউটে একটি ওয়ানস্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু করা হয়েছে। এই ডেস্কের মাধ্যমে ইন্সটিটিউটের সকল সেবা যেমন– পলু পাওডার সরবরাহ, ইন্সটিটিউট পরিদর্শণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য রেশম পলুর ডিম সরবরাহ, রেশম সুতার গুনগত মান পরীক্ষণ, তুঁত কাটিংস সরবরাহ, তুঁতচাষের মাটি পরীক্ষণ, গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য সীমীতভাবে গবেষণা উপকরণ যেমন– তুঁত কাটিংস, রেশম পলুর ডিম, রেশম বস্ত্র, রেশম গুটি, রেশম সুতা সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।এ ডেস্কের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৬৯৪ জন পরিদর্শণকারীকে ইন্সটিটিউট পরিদর্শণে সহায়তা প্রদান, ৫৬ প্যাকেট রেশম পলু পাউডার সরবরাহ, ৮৬টি রেশম পলুর ডিম সরবরাহ এবং ১২ লাছি রেশম সুতা পরীক্ষা করা হয়েছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালুর ফলে সেবা গ্রহীতা কোন প্রকার ভোগান্তি ছাড়াই ইন্সটিটিউটের সকল সেবা এই ডেস্কের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে পাচ্ছেন।

৩.৬ সিটিজেন চার্টার:

ইন্সটিটিউটের অভ্যন্তরীণ , প্রাতিষ্ঠানিক ও নাগরিক সেবা প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার প্রনয়ণ করা হয়েছে এবং প্রনীত সিটিজেন চার্টার নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সন্মুখ স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে। ইন্সটিটিউটের সকল সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সেবা প্রদানের সময়সীমা ও সেবা প্রদানকারীর তথ্য সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হচ্ছে ফলে সেবা গ্রহীতা সহজে তাঁর প্রয়োজনীয় সেবা সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছেন। সিটিজেন চার্টার প্রনয়ণ ও অনুসরণের ফলে ইন্সটিটিউটের কাজের গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.৭ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পদক্ষেপ গ্রহণঃ

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অফিস কক্ষ অনুপস্থিত সময়ে এসি, ফ্যান, লাইট ও অনান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বন্ধ রাখেন এবং তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানের কেয়ার টেকারের মাধ্যমে তদারকি করা হয়।

৩.৮ শাখা পরিদর্শনঃ

প্রতিষ্ঠানের সকল শাখার স্বাভাবিক কার্যক্রম ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করার জন্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখাসমূহ পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন ও মতামত পরবর্তীতে সকল শাখাকে অবহিত করেন। এর ফলে সংশিস্নষ্ট শাখার গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন তরান্বিত হচ্ছে।

৩.৯ কর্মচারীদের ড্রিলঃ

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০-১১.০০ পর্যন্ত অফিস তত্বাবধায়ক এর তত্বাবধানে ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফলে তারা নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে উৎসাহিত হন। এছাড়াও কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়।

৩.১০ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটটিকে ওয়েবপোর্টালে রূপান্তরঃ

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটটিকে এটুআই এর সহযোগীতায় ওয়েবপোর্টালে রূপান্তর করা হয়েছে। এটি এখন জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে সংযুক্ত। ওয়েবসাইটটি বর্তমানে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন তথ্য ও ছবি নিয়মিত ভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৩.১১ ARMIS DataBase এ গবেষণা তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ:

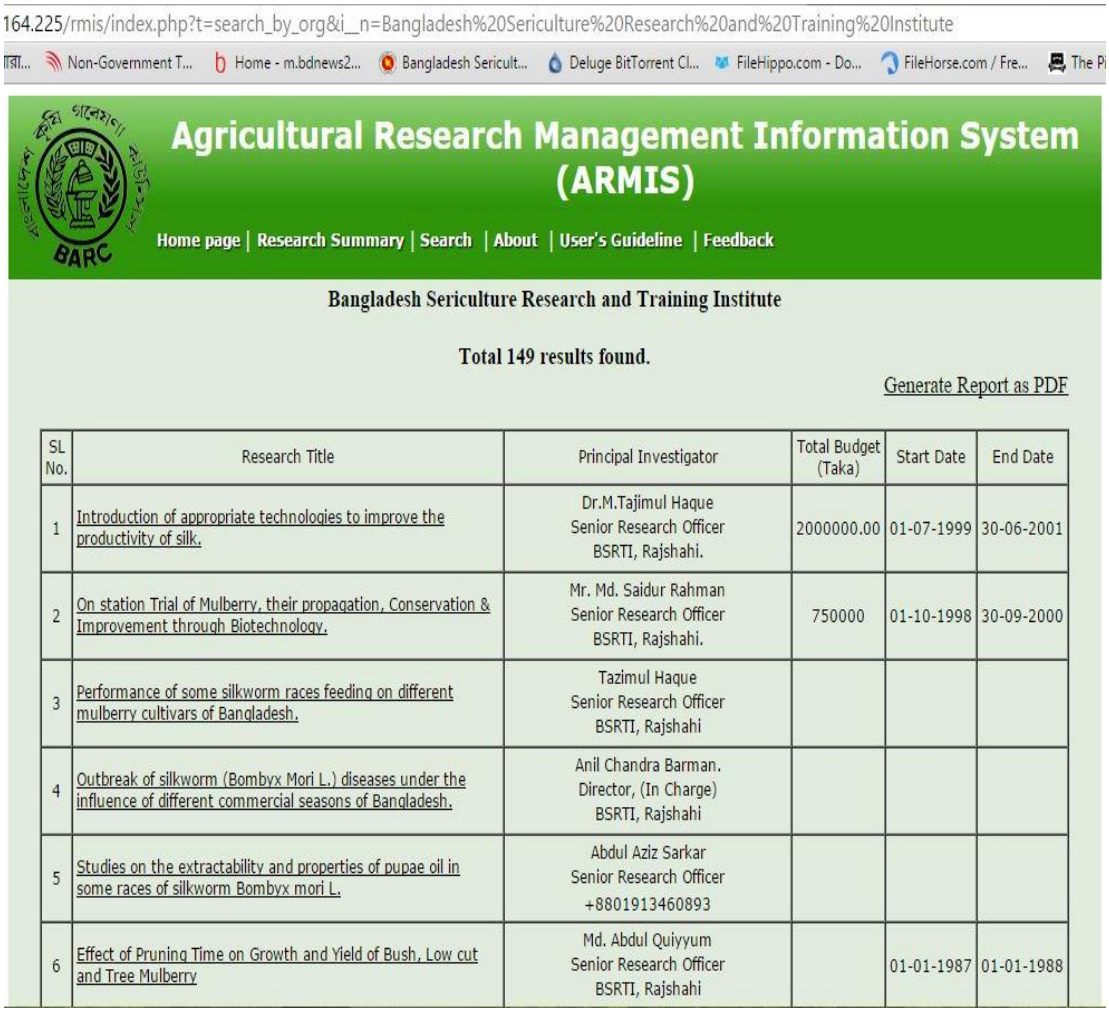

164.225/rmis/index.php?t=search_by_org&i_n=Bangladesh%20Sericulture%20Research%20and%20Training%20Institute

Agricultural Research Management Information System (ARMIS)

Home page | Research Summary | Search | About | User's Guideline | Feedback

Bangladesh Sericulture Research and Training Institute

Total 149 results found.

Generate Report as PDF

SL No.	Research Title	Principal Investigator	Total Budget (Taka)	Start Date	End Date
1	Introduction of appropriate technologies to improve the productivity of silk.	Dr.M.Tajimul Haque Senior Research Officer BSRTI, Rajshahi.	2000000.00	01-07-1999	30-06-2001
2	On station Trial of Mulberry, their propagation, Conservation & Improvement through Biotechnology.	Mr. Md. Saidur Rahman Senior Research Officer BSRTI, Rajshahi.	750000	01-10-1998	30-09-2000
3	Performance of some silkworm races feeding on different mulberry cultivars of Bangladesh.	Tazimul Haque Senior Research Officer BSRTI, Rajshahi			
4	Outbreak of silkworm (Bombyx Mori L.) diseases under the influence of different commercial seasons of Bangladesh.	Anil Chandra Barman. Director, (In Charge) BSRTI, Rajshahi			
5	Studies on the extractability and properties of pupae oil in some races of silkworm Bombyx mori L.	Abdul Aziz Sarkar Senior Research Officer +8801913460893			
6	Effect of Pruning Time on Growth and Yield of Bush, Low cut and Tree Mulberry	Md. Abdul Quiyyum Senior Research Officer BSRTI, Rajshahi		01-01-1987	01-01-1988

এ প্রতিষ্ঠানটি National Agriculture Research System (NARS)- এর সদস্যভূক্ত হওয়ায় ইন্সটিটিউটের সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমের উপর প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত Agriculture Research Management Information System (ARMIS), online data based software এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে এবং http://180.211.164.225/rmis/ ওয়েব এড্রেস এ লগইন করে তা দেখা ও ডাউনলোড করা যাচ্ছে।

৩.১২ PDS DataBase এ প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ:

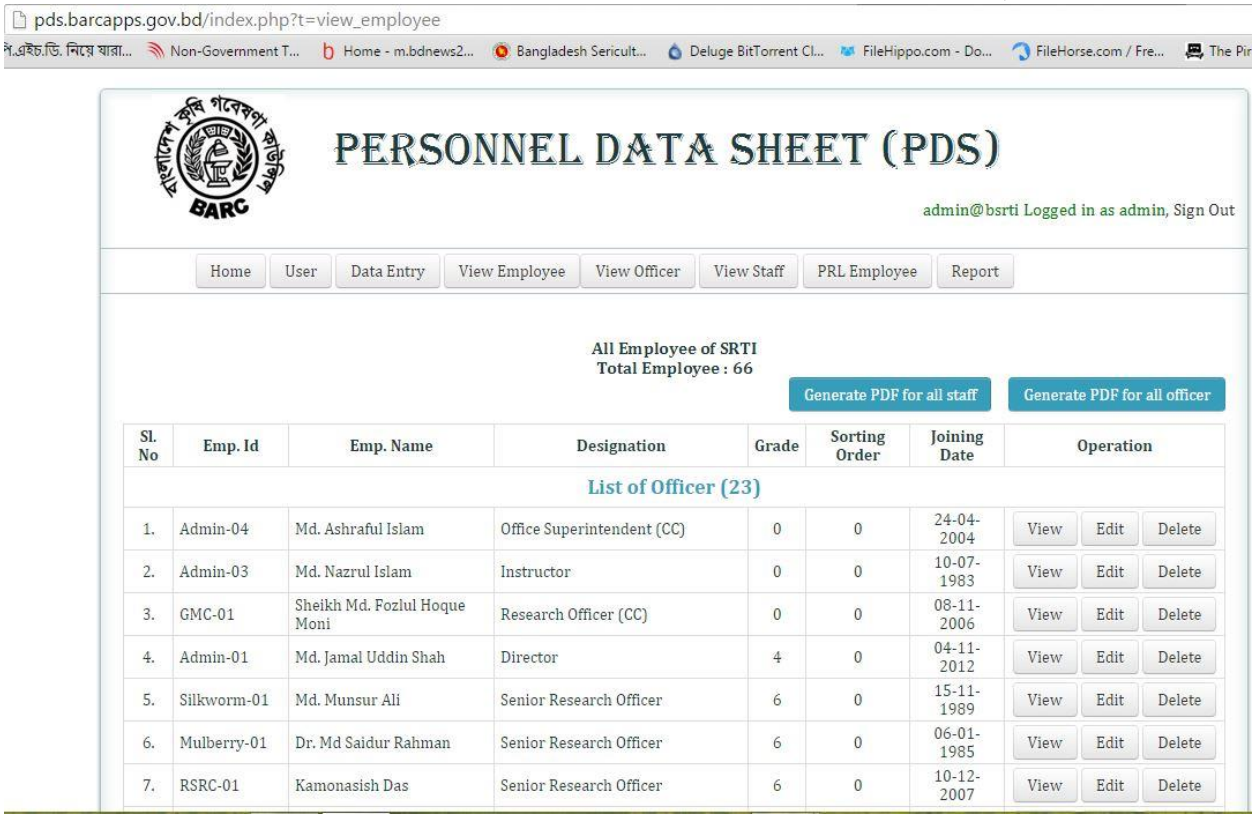

Sl. No	Emp. Id	Emp. Name	Designation	Grade	Sorting Order	Joining Date	Operation
List of Officer (23)							
1.	Admin-04	Md. Ashraful Islam	Office Superintendent (CC)	0	0	24-04-2004	View Edit Delete
2.	Admin-03	Md. Nazrul Islam	Instructor	0	0	10-07-1983	View Edit Delete
3.	GMC-01	Sheikh Md. Fozlul Hoque Moni	Research Officer (CC)	0	0	08-11-2006	View Edit Delete
4.	Admin-01	Md. Jamal Uddin Shah	Director	4	0	04-11-2012	View Edit Delete
5.	Silkworm-01	Md. Munsur Ali	Senior Research Officer	6	0	15-11-1989	View Edit Delete
6.	Mulberry-01	Dr. Md Saidur Rahman	Senior Research Officer	6	0	06-01-1985	View Edit Delete
7.	RSRC-01	Kamonasish Das	Senior Research Officer	6	0	10-12-2007	View Edit Delete

এ প্রতিষ্ঠানটি National Agriculture Research System (NARS)- এর সদস্যভূক্ত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত Personnel Data Sheet (PDS) online data based software এর মাধ্যমে upload করা হয়েছে যা http://pds.barcapps.gov.bd/ ওয়েব এড্রেস এ লগইন করে তা দেখা ও ডাউনলোড করা যাচ্ছে। সাইটটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়।

৩.১৩ জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী কেন্দ্র, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকায় রেশম পন্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শনঃ

বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকায় অবস্থিত জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী কেন্দ্রে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (নার্স) ভুক্ত সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কৃষি পন্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শিত হচ্ছে। সেখানে অত্র প্রতিষ্ঠানের রেশম পন্যমসূহ ও প্রযুক্তি লাইভ এবং ডিজিটাল কনটেন্ট আকারে প্রদর্শিত হচ্ছে।

৩.১৪ অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থাপনা (জিআরএস):

অত্র ইন্সটিটিউটে অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যাবস্থাপনা (জিআরএস) বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ইন্সটিটিউটের সেবা সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ নিস্পত্তির একজন কর্মকর্তাকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং আপিল কর্মকর্তা হিসেবে পরিচালক, বারেগপ্রই দায়িত্ব পালন করছেন। ইন্সটিটিউটের সেবা সম্পর্কীত অভিযোগ প্রদানের জন্য একটি অভিযোগ বাক্স প্রতিষ্ঠানের সম্মুখ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।

৪. **AARC Agriculture Center (SAC)** কর্তৃক আয়োজিত মাহিশুর ভারতে **International consultation conference on "Sericulture Scenario in SAARC region-a re-emerging industry for poverty alleviation in SAARC Region"** এ অংশগ্রহণ।

৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১২-১০-২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় প্রদর্শনকালীন সময়ে "কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তুঁতগাছের উন্নয়ন এবং তুঁতচাষের উন্নত প্রযুক্তি বের করতে হবে" প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে করণীয় সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষনা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীগণ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ গবেষকগণের সাথে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের পরিচালক ও বিজ্ঞানীগণের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীগণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষনা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীগণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীগণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ গবেষকগণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

৫.১ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহঃ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষি বান্ধব। রেশম সেক্টরের উন্নয়নে তাঁর নির্দেশনা অত্যন্ত যুগোপযোগী। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের পক্ষ হতে সকল সহযোগীতা প্রদান যেতে পারে। তবে রেশম সেক্টরের উন্নয়ন, বিস্তার এবং গবেষণাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও বৃহৎ আকারে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- রেশম সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে তুঁতচাষ, পলুপালন ও পোস্ট কোকুন টেকনোলজির সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিৎ করা প্রয়োজন।
- গবেষণা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজ্ঞানী ও পর্যাপ্ত গবেষণা ইকুইপমেন্ট না থাকলে ভাল ফলাফল আশা করা যায় না, ফলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং স্পেসিফিক ফিল্ডে দেশে ও দেশের বাইরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।
- রেশমচাষ, উৎপাদন এবং গুটি বাজারজাতকরণের মূল সমস্যা চিহ্নিত করে তা ধারাবাহিকভাবে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- স্ট্রেস টলারেন্ট জাত উন্নয়নের জন্য সর্ব প্রথম দেশ ও বিদেশ থেকে রিলেটেড জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও ক্যারেক্টারাইজেশন করতে হবে এবং ম্যানেজমেন্ট টেকনিক উন্নয়ন এর মাধ্যমে তুঁতপাতার উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।
- রেশমচাষকে প্রফিট্যাবল করতে হলে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত যে সকল প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে এখনও ব্যবহার হচ্ছে না সেগুলি চিহ্নিত করে মাঠপর্যায়ে ব্যবহার নিশ্চিত করণের পাশাপাশি বাজার ব্যাবস্থাপনা অবশ্যই নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- কোয়ালিটি এবং কোয়ানটিটি সিল্ক উৎপাদন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে শুধু তুঁতজাত নয় রেশমকীটের জাত নিয়েও কাজ করা প্রয়োজন।
- আমবাগানে কীটনাশক ব্যবহার রেশমচাষের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। তাই আমবাগানে কীটনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে বায়ো-পেস্টিসাইড ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এ ব্যাপারে আমচাষীদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।
- উন্নত তুঁত ও রেশমকীট জাত তৈরির জন্য অনান্য দেশ হতে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ করে মিউটেশন ব্রিডিং এর উপর কাজ করা যেতে পারে।
- রোগবালাই দমনের ক্ষেত্রে কীটনাশক প্রোয়োগের চাইতে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- নির্বাচিত স্বল্প সংখ্যক রেশমচাষীদের প্রথম দুই বছর নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে রেশমচাষ করাতে হবে এবং তৃতীয় বছর হতে রিমোট অবজারভেশনে রাখা যেতে পারে। স্বল্প পরিসরে হলেও রেশম কারখানা চালু করা প্রয়োজন।

- শুধু কর্মসূচীর মাধ্যমে এ ধরনের বিশাল লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়, বিধায় এর পাশাপাশি বৃহৎ আকারে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য নবীণ বিজ্ঞানীদের দেশে - বিদেশে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ রাখা যেতে পারে।
- ক্ষরা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু তুঁতজাত বিশ্বের কোথাও এখনও আবিস্কার হয়নি। তবে এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেতে পারে।
- তুঁতফলের বাণিজ্যিক ব্যবহারের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে রেশমচাষের বহুমুখীকরণের জন্য কর্মসূচীতে কম্পোনেন্ট রাখা যেতে পারে।
- যৌথভাবে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে যাঁরা সরেজমিনে বিএসআরটিআই পরিদর্শন করে সুনিদৃষ্টভাবে ক্ষেত্র নির্ধারণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সহযোগীতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- তুঁতজাত উদ্ভাবন অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এর জন্য পর্যাপ্ত জনবল প্রয়োজন। তাই জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে এবং আশানুরূপ ফলাফল পেতে হলে দীর্ঘমেয়াদী টার্গেট নিয়ে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।
- আন্ত-প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগীতার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমওইউ করা যেতে পারে।
- গবেষকদের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি অনান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সকল গবেষকদের সর্বোচ্চ পদে পদোন্নতির সুযোগ রাখতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষকদের সরাসরি গবেষণা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে লেভেল প্লেইং-এর ক্ষেত্র তৈরি করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশ রেশমউন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন নার্সারীগুলোতে বাইভোল্টাইন পলুপালনের উপযোগী তুঁতবাগান এবং রেয়ারিং হাউজ তৈরি করা যেতে পারে যা ঐ অঞ্চলের রেশমচাষীদের প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে রিসার্স গ্রুপ তৈরী করে গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

উক্ত সারসংক্ষেপের আলোকে **তুঁত ও রেশমকীট জাতের উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর** শীর্ষক একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬. প্রযুক্তি হস্তান্তর

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠদিবস, ফিল্ড ডেমন্সট্রেশন ও সেমিনারের মাধ্যমে হস্তান্তর ও অবহিতকরণ করা হয়ে থাকে।

৬.১ সাকোয়া, পঞ্চগড় এ অনুষ্ঠিত রেশম প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক মাঠদিবস

৬.২ বাংলাদেশে রেশম শিল্পঃ বর্তমান প্রেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনার

৬.৩ প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত রেশমগুটি পরিদর্শন

৭. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের বিবরণঃ
১.	তুঁতজাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
২.	উচ্চফলনশীল উন্নত তুঁতজাত উদ্ভাবনের গবেষণা পরিচালনা।
৩.	বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী তুঁতচাষ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উপর গবেষণা পরিচালনা।
৪.	তুঁতগাছের রোগ-বালাই দমনের উপর প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
৫.	উচ্চফলনশীন উন্নত জাতের তুঁতকাটিংস সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদানুসারে সরবরাহ করা।
৬.	জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীট জাত জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।
৭.	উচ্চফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের উপর গবেষণা পরিচালনা।
৮.	দেশের আবহাওয়া উপযোগী পলুপালন ও ডিম উৎপাদনের উপর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
৯.	উদ্ভাবিত রেশমকীট জাতের ফিল্ড ট্রায়াল কার্যক্রম পরিচালনা করা।
১০.	রেশমকীটের রোগবালাই দমনের উপর প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
১১.	সোলার শক্তি ব্যবহার করে রেশম গুটি শুকানোর প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
১২.	রিলিং প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
১৩.	রেশম সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা।
১৪.	উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর ও প্রদর্শনের জন্য মাঠ দিবস কার্যক্রম পরিচালনা।

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত/চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় উল্লেখিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে।

৮. বাস্তবায়িত, চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

৮.১ এক্সটেনশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব সেরিকালচার ইন পাবলিক এন্ড প্রাইভেট সেক্টর ইন বাংলাদেশ শীর্ষক সদ্যসমাপ্ত সমন্বিত প্রকল্পঃ

মেয়াদ ঃ ২০০৯–২০১৫
সর্বমোট বরাদ্দ ঃ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা
বিএসসআরটিআই এর অংশ ঃ ৩৬৮.৫০০ লক্ষ টাকা
জুন ,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ঃ ৩৪১.৮০১২ লক্ষ টাকা
আর্থিক অগ্রগতি ঃ ৯২.৭৫ %
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ১০০%

৮.২ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার টেকনোলোজিস থ্রো আপগ্রেডিং দ্যা রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বিএসআরটিআই শীর্ষক সদ্যসমাপ্ত প্রকল্পঃ

মেয়াদ ঃ ২০১০–২০১৫
সর্বমোট বরাদ্দ ঃ ৬৯৭.৫০ লক্ষ টাকা
আরডিপিপি অনুযায়ি বরাদ্দঃ ৭৫৯.৮৫ লক্ষ টাকা
জুন ,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ঃ ৭৩৫.৩২৯ লক্ষ টাকা
আর্থিক অগ্রগতি ঃ ৯৬.৭৭%
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ১০০%

৮.৩ প্রজেক্ট অন সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনলোজী ডিসেমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস শীর্ষক সদ্যসমাপ্ত প্রকল্পঃ

মেয়াদ ঃ ২০০৯-২০১৫
সর্বমোট বরাদ্দ ঃ ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা
আরডিপিপি অনুযায়ি বরাদ্দ ঃ ৩৭২.২৪২৩৪ লক্ষ টাকা
জুন ,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ঃ ৩৭২.২২৩৫৩ লক্ষ টাকা
আর্থিক অগ্রগতি ঃ ৯৯.৯৯%
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ১০০%

৮.৪ গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবন, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর শীর্ষক চলমান কর্মসূচিঃ

ময়াদঃ জুলাই, ২০১৪ হতে জুন ২০১৭

সর্বমোট বরাদ্দঃ ৭৩৪.২৬ লক্ষ টাকা

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ৬৫.৫১ লক্ষ টাকা

জুন ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যায়ঃ ৬৪.০১১ লক্ষ টাকা

বর্তমান অবস্থা ঃ চলমান

৮.৫ তুঁত ও রেশমকীট জাতের উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর শীর্ষক প্রস্তাবিত কর্মসূচিঃ

ময়াদঃ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন ২০১৮

সর্বমোট বরাদ্দঃ ৮৫৪.৯৮৫ লক্ষ টাকা

বর্তমান অবস্থা ঃ প্রস্তাবিত

৯. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিএসআরটিআই-এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বিএসআরটিআই)-এ গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল তুঁতজাত ও রেশমকীটের উন্নত জাত এবং টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১) জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাত ৬৮ থেকে ৭০টিতে উন্নীত হয়েছে।

২) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২ টি উচ্চফলনশীল তুঁতের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমানে উচ্চফলনশীল

তুঁতজাতের সংখ্যা মোট ১১ টি। উচ্চফলনশীল ২ টি জাত (বিএম-১০, বিএম-১১) উদ্ভাবনের ফলে তুঁতপাতার উৎপাদন বছরে হেক্টর প্রতি ৩৭.০০-৪০.০০ মেঃটন এর স্থলে ৪০.০০-৪৭.০০ মেঃটন এ উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

৩) দেশের আবহাওয়া উপযোগী তুঁতচাষ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৪) তুঁতগাছের রোগ-বালাই দমনে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৫) তুঁতচাষে সাথী ফসলের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ফলে রেশম চাষের সাথে সম্পৃক্ত চাষীদের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তুঁতচাষে সাথি ফসলের চাষ

৬) জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীটের জাত ৯৫ হতে ৯৭ টিতে উন্নীত

৭) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ০২ টি উচ্চ ফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।বর্তমানে উচ্চফলনশীল রেশমকীটের সংখ্যা মোট ৪০ টি তম্মধ্যে ২৫টি জাত মাঠ পর্যায়ে ছাড়া হয়েছে। উন্নত জাত ও কলাকৌশলগুলি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ফলে প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে রেশম গুটির উৎপাদন ৬০-৬৫ কেজির স্থলে বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে গড়ে ৭০-৭৫ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

Nistari(I)

৮) বর্তমানে ০১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদন করতে ১০-১২ কেজি কাঁচা রেশম গুটি প্রয়োজন হচ্ছে, যা পূর্বে ০১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদন করতে ১৫-২০ কেজি রেশম গুটি প্রয়োজন হতো।

৯) জ্যৈষ্ঠা ও ভাদুরী বন্দে আবহাওয়া সহনশীল রেশমকীটের বহুচক্রীজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ফিল্ড ট্রায়াল পর্যায়ে রয়েছে।

১০) অগ্রণী ও চৈতা বন্দে আবহাওয়া উপযোগী রেশমকীটের এফ-১ উচ্চফলনশীল হাইব্রীড জাত উদ্ভাবনের গবেষণা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। যা বর্তমানে ফিল্ড ট্রায়ালের পর্যায়ে রয়েছে।

১১) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী বারেগপ্রই, রাজশাহী এবং জিএমসি, সাকোয়ায় শুষ্ক ও খরা মৌসুমে তুঁতজমিতে সুষ্ঠুভাবে সেচ ব্যবস্থার লক্ষ্যে ডিপ-টিউবওয়েল ও স্প্রিংকলার সেচসহ ইরিগেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এর ফলে গুণগত তুঁতপাতা উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১২) পলু পোকার রোগ দমনে ওওপলু পাউডারসহ ও পলু পোকার কীটশত্রু উজিমাছি দমনে ও উজিনাশ উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১৩) অম্লীয় ও ক্ষারীয় মাটি সংশোধনের মাধ্যমে তুঁতচাষ উপযোগী করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১৪) উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল তুঁতপাতার পুষ্টিমান নির্ধারণের মাধ্যমে চাকী ও বয়স্ক পলুর জন্য উপযুক্ত তুঁতজাত এবং চাষ পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে।

১৫) সোলার ড্রায়ার উদ্ভাবনের ফলে সোলার এনার্জি ব্যবহার করে স্বল্প খরচে রেশমগুটি শুকানো প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১৬) মান সম্পন্ন ও স্বল্প সময়ে অধিক রেশম সুতা কাটাই এর জন্য মাল্টিএন্ড রিলিং মেশিন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১০. ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণঃ

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১।	‘‘ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার টেকনোলজী থ্রু আপগ্রেডিং দি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বিএসআরটিআই’’	সিল্ক রিলিং এন্ড স্পিনিং	১০ জন	১০ জন
২।	‘‘বাংলাদেশ সরকারী ও বেসরকারী খাতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন’’	তুঁতচাষ ও পলুপালন (রেশমচাষী)	৩০ জন	১১৬ জন
		সিল্ক রিলিং এন্ড স্পিনিং	৪০ জন	
		ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিসিং	২০ জন	
		স্টাফ ট্রেনিং ফর চাকী রিয়ারিং (টিওটি)	২০ জন	
		কম্পিউটার ট্রেনিং	০৬ জন	
৩।	‘‘প্রজেক্ট অন সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি ডিসিমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস’’	তুঁতচাষ ও পলুপালন (রেশমচাষী)	৪০ জন	৪০ জন
৪।	গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবন, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর শীর্ষক কর্মসূচি	তুঁতচাষ ও পলুপালন (রেশমচাষী)	২০ জন	৫০ জন
		সিল্ক রিলিং এন্ড স্পিনিং	১০ জন	
		মাঠ কর্মী (টিওটি)	২০ জন	
			সর্বমোট	২১৬ জন

১১. উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডঃ

১) সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্প্রিংলার ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন।

২) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী বারেগপ্রই, রাজশাহী এবং জিএমসি, সাকোয়ায় শুষ্ক ও খরা মৌসুমে তুঁতজমিতে সুষ্ঠুভাবে সেচ ব্যবস্থার লক্ষ্যে ডিপ-টিউবওয়েল ও স্পিংকলার সেচসহ ইরিগেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এর ফলে গুণগত তুঁতপাতা উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৩) ‘‘ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার টেকনোলজী থ্রু আপগ্রেডিং দি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বিএসআরটিআই’’ প্রকল্পের আওতায় ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে মেশিনারীজ এন্ড আদার এ্যাপস্নায়েন্সেস (৫কেভিএ জেনারেটর (পোর্টেবল), কুল্ড ইনকিউবেটর, ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজার (৬কেভি), থার্মোষ্টেট ওয়াটার বাথ, টপ লোডিং ব্যালান্স, একঝষ্ট ফ্যান, হ্যান্ড স্প্রেয়ার, হাইগ্রোমিটার, হাইড্রোমিটার, রেফ্রিজারেটর, হিউমিডিফায়ার, ডিহিউমিডিফায়ার) সরবরাহ কাজের ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪) ‘‘বাংলাদেশ সরকারী ও বেসরকারী খাতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন’’ প্রকল্পের আওতায় ১টি মটরসাইকেল, ৪টি ইনকিউবিটর, ১টি ৫কেভিএ জেনারেটর, সিটিজেন চাটার্ড তৈরী, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত, ট্রান্সফরমার ও জেনারেটর পুনরায় সংস্থাপনের কাজ, সিল্ক টেষ্টিং মেশিনারীজ ক্রয় করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে । অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ ভবন, প্রশিক্ষণ সেড মেরামত এবং পুনর্বাসন কাজ, এবং ইলেক্ট্রিক লাইন মেরামতের কাজ এবং ল্যান কানেকশন মেরামত সংক্রামন্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫) ‘‘প্রজেক্ট অন সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি ডিসিমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস’’প্রকল্পের আওতায় ১৫জন রেশম চাষী/বসনীদের মধ্যে ডালা চন্দ্রকী

ও পলুঘর নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে মেশিনারীজ এন্ড আদার এ্যাপস্নায়েন্সেস (৫কেভিএ জেনারেটর (পোর্টেবল), কুল্ড ইনকিউবেটর, ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজার (৬কেভি), থার্মোষ্টেট ওয়াটার বাথ, টপ লোডিং ব্যালান্স, একঝষ্ট ফ্যান, হ্যান্ড স্প্রেয়ার, হাইগ্রোমিটার, হাইড্রোমিটার, রেফ্রিজারেটর, হিউমিডিফায়ার, ডিহিউমিডিফায়ার) ইত্যাদি সরবরাহ কাজের ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬) গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবন, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর শীর্ষক কর্মসূচি আওতায় এয়ারকুলার, ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটার, ডিজিটাল ইলেক্ট্রিক্যাল ব্যালেন্স, সয়েল পিএইচ মিটার,সয়েল টেস্টিং কিট বক্স, পিএইচ মিটার ফর লিকুইড ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়।এছাড়াও ৫০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২. আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাঃ

১২.১ পরিচিতিঃ

পার্বত্য অঞ্চলে তুঁতচাষের জন্য জমির প্রাপ্যতা এবং এ অঞ্চলের আবহাওয়া রেশমচাষের জন্য উপযোগী। পাহাড়ী অঞ্চলে রেশম চাষ সম্প্রসারণের গতি তরান্বিত করার লক্ষ্যে পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন কল্পে ১৯৯১-১৯৯২ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের চন্দ্রঘোনা রেশম বীজাগারটি বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের সরাসরি তত্ত্বধায়নে এনে আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

১২.২ উদ্দেশ্যঃ

- পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী রেশমচাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার।
- তুঁত ও রেশমকীটের জাত সংরক্ষণে বিএসআরটিআই এর বিকল্প জার্মপ্লাজম ব্যংক হিসাবে ব্যবহার।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাহাড়ী অঞ্চলে রেশমচাষের জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি।

১২.৩ কার্যক্রমঃ

- বারেগপ্রই এর বিকল্প জার্মপ্লাজম ব্যাংক হিসেবে তুঁত ও রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁত ও রেশমকীটের জাত ও রেশমচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

- পাহাড়ী অঞ্চলে রেশমচাষে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে চাষীপর্যায়ে ও টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান।

১২.৪ অর্জনঃ

- ০৮টি তুঁতজাত ও ২৪টি রেশমকীট জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তুঁত ও রেশমকীটের জাতের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে।
- পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁতজাত ও রেশমকীট জাত নির্বাচন করা হয়েছে।

- পুরাতন জরাজীর্ন ভবনগুলোকে মেরামত করে পলুপালনের কাজে ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা ও প্রশিক্ষণ পলুপালন ঘর হিসাবে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে।
- ১৫ জন রেশমচাষীকে পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারা সফলভাবে পলুপালন করা সম্ভব হয়েছে।

- তুঁত জমিতে সেচ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য স্বল্প পরিসরে সেচ অবকাঠামো ও রিংওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ৫৭৯ জন কে রেশমচাষ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩. জার্মপ্লাজম মেইটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়ঃ

১৩.১ উদ্দেশ্যঃ

- তুঁত ও রেশমকীটের জাত সংরক্ষণে বিএসআরটিআই এর বিকল্প জার্মপ্লাজম ব্যংক হিসাবে ব্যবহার।
- আবহাওয়া উপযোগী রেশমচাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশমচাষের জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি।

১৩.২ কার্যক্রমঃ

- বারেগপ্রই এর বিকল্প জার্মপ্লাজম ব্যাংক হিসেবে তুঁত ও রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- আবহাওয়া উপযোগী তুঁত ও রেশমকীটের জাত ও রেশমচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- মাঠপর্যায়ে উন্নত রেশমকীটের ডিম সরবরাহের লক্ষ্যে পি-১ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।

১৩.৩ অর্জনঃ

- ০৮ টি তুঁতজাত, রেশমকীট জাতঃ দ্বি চক্রী ৩৬ টি,বহু চক্রী ১২ টি সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- তুঁতের জার্মপ্লাজম ব্যাংক Re-establishment ও তুঁত জমির উন্নয়ন করা হয়েছে।
- চাকী তুঁতবাগান তৈরি ও দ্বি চক্রী চাকী রেশম পলুপালনের প্যাকেজ উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ভুগর্ভস্থ পাইপ লাইন ও সাব মার্সিবল পাম্প স্থাপনের মধ্যমে তুঁত জমিতে সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

- অগ্রহায়ণী ও ভাদুরী বন্দের Multi x Multi Combination তৈরি করে মাঠ পর্যায়ে পলুপালন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ রেশম উনয়ন বোর্ড এর চাহিদা অনুযায়ি অগ্রহায়ণী ও চৈতাবন্দের বহুচক্রী দ্বি চক্রী হাইব্রিড এর বাণিজ্যিক ডিম উৎপাদনের জন্য দ্বি চক্রী মাতৃ জাত টি পি-১ নার্সারীতে সরাসরি সরবরাহ দেয়া হয়।

১৪. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ

১৪.১ সমস্যাঃ

- সময় মত উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন না পাওয়া।
- গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের উপর নির্ভরতা।
- জনবলের অপ্রতুলতা।
- প্রশিক্ষণের আধুনিক সুযোগ সুবিধার অপর্যাপ্ততা।

১৪.২ চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- দেশে কাঁচা রেশম উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য মাঠপর্যায়ে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য সময়োপযোগী লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর।
- বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো লাগসই তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- বিরূপ আবহাওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবহাওয়া সহিষ্ণু তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন।
- আন্তর্জাতিক মানের রেশম সুতা উৎপাদনের লক্ষ্যে রেনডিটার উন্নয়ন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

১৫. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (ভিশন ২০২১)

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৭০ থেকে ৮০টিতে উন্নীত করা।
- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীট জাতের সংখ্যা ৯৭ থেকে ১০৭টিতে উন্নীত করা।
- হেক্টর প্রতি বছরে তুঁতপাতার উৎপাদন ৩৭.০০ - ৪০.০০ মে: টন থেকে ৪৫.০০ - ৫০.০০ মে: টনে উন্নীত করা।
- প্রতি ১০০টি রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির উৎপাদন ৬০.০০ - ৭০.০০ কেজি থেকে ৭৫.০০ - ৮০.০০ কেজিতে উন্নীত করা।
- রেনডিটা (১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদনে রেশম গুটির প্রয়োজন) ১০-১২ থেকে ৮-৯ এ উন্নীত করা এবং রেশম সুতার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- রেশম সেক্টরে দক্ষ জনবল ৫,৭৩৭ জন হতে ৬,৫৯৭ জনে উন্নীত করা।

১৬. উপসংহারঃ

রেশমচাষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশী থাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের একটি বিশেষ উপায় হিসাবে সারাবিশ্বে বিবেচিত হয়ে আসছে। দ্রুত শিল্পায়নের ফলে রেশম শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট উন্নত দেশগুলো রেশম চাষ বিশেষ করে তুঁতচাষ ও পলুপালন থেকে ক্রমান্বয়ে সরে আসছে। ফলে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে কাঁচা রেশমের উৎপাদন কমে আসছে কিনতু রেশম পণ্যের চাহিদা অপরিবর্তিত রয়ে যাচ্ছে। এছাড়া পরিবেশ দূষণ থেকে শুরু করে ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য হুমকীর কারণে বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার কমে আসছে । এ প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক তন্তু সমূহকে আবার মর্যাদার আসনে ফিরে আসার একটি পরিস্থিতি ইদানিং কালে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে । ফলে আর্ন্তজাতিক বাজারে রেশম বস্ত্রের চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও আর্থসামাজিক অবস্থা রেশম চাষের জন্য উপযোগী। তাছাড়া বর্তমানের চাষীগণ অর্থকারী ফসলের দিকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে । এরুপ পরিস্থিতিতে দেশে রেশমচাষের সম্প্রসারণের একটি সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের সীমিত সম্পদ ও সুযোগের মধ্যেও রেশম চাষের কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সময়োপযোগী রেশমচাষের উপর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তশীল জলবায়ু পরিস্থিতি মোকাবেলায় আরও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এরুপ পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে সহনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত, তুঁতচাষ, পলুপালন ও আর্ন্তজাতিক মানের রেশম সুতা উৎপাদনের লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটিকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।